দেশ রূপান্তর

তারিখঃ ২০/০৪/২০২১ (পৃঃ ০৮)

‘খাদ্য নিরাপত্তাকে টেকসই করবে ব্রি উদ্ভাবিত জাত’

নিজস্ব প্রতিবেদক

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মেসবাহুল ইসলাম বলেছেন, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উদ্ভাবিত নতুন নতুন অভিঘাত সহনশীল ও উচ্চ ফলনশীল জাতগুলো দেশের খাদ্য নিরাপত্তাকে টেকসই করবে এবং ভবিষ্যতে খাদ্য উৎপাদনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে।

গতকাল সোমবার ব্রি উদ্ভাবিত উচ্চ তাপ সহনশীল ধানের প্রস্তাবিত জাত এবং বাসমতি টাইপ ধান, হাইব্রিড ধানের গবেষণা ও বিভিন্ন পুষ্টিগুণসম্পন্ন জাতের প্লটগুলো পরিদর্শন শেষে ব্রি প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স মিলনায়তনে এক মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন তিনি। পরিদর্শনকালে ব্রি'র মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর সচিবকে বিভিন্ন গবেষণা প্লট সম্পর্কে ব্রিফ করেন।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বলেন, আমাদের দেশের কৃষকরা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী চাষাবাদ প্রক্রিয়ায় রূপান্তর বা পরিবর্তন নিয়ে আসছেন। ধানের জমি অনেক ক্ষেত্রে হাই ভ্যালু ফসলের জন্য ছেড়ে দিতে হচ্ছে। এখন আমাদেরকে অল্প জমিতে অধিক ধান ফলাতে হবে। এজন্য অভিঘাত সহনশীল ও উচ্চ ফলনশীল জাত ব্যবহার করতে হবে। তিনি বলেন, মানুষের রুচির পরিবর্তন হচ্ছে। এখন মানুষ সরু চাল খেতে পছন্দ করে। আগে সরু ও সুগন্ধি ধানের জাতগুলো যেখানে হেক্টরপ্রতি ২-৩ টন ফলন দিত, এখন ব্রি উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল সুগন্ধি জাতগুলো ৫-৬ টন ফলন দিচ্ছে; যা আশাব্যঞ্জক।

যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে

তারিখঃ ২০/০৪/২০২১ পৃঃ ০৮)

মেহেরপুরে ব্লাস্ট ভাইরাসে আক্রান্ত বোরো ধান দিশেহারা চাষি

■ গোলাম মোস্তফা, মেহেরপুর

মেহেরপুর জেলায় ব্যাপক হারে ব্লাস্ট ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে বোরো ধান। বিশেষ করে ব্রি-২৮ ও ৮১ জাতের বোরো ধানে এই রোগের প্রকোপ বেশি দেখা দিয়েছে। কোনো প্রতিকার না পেয়ে দিশাহারা হয়ে পড়েছে বোরো চাষিরা। ফলে জেলায় এবার ধান উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না হওয়ার আশঙ্কা করছে কৃষি বিভাগ।

কৃষি বিভাগের হিসেবে জেলায় চলতি বোরো মৌসুমে ধানের আবাদ হয়েছে ১৯ হাজার ১০০ হেক্টর জমিতে। এরমধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ ব্রি-২৮ ও ৮১ জাতের বোরো ধান। প্রথম দিকে আবহাওয়া ভালো থাকায় ধানের গাছ হয়েছিল ভালো। মাঠ দেখে চাষিরা আশাবাদী ছিলেন ভালো ফলন পাওয়ার। কিন্তু ধান যখন শীষ নিয়ে দাঁড়িয়েছে তখনই আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে ব্লাস্ট ভাইরাস জেঁকে বসেছে ধানের শীষে। শুকিয়ে যাচ্ছে ধানের শীষ। কোন ওষুধেই প্রতিরোধ হচ্ছে না এই ভাইরাস। ফলে দিশাহারা হয়ে পড়েছেন ধান চাষিরা।

সদর উপজেলার কৃষক হাতেম আলী জানান, বিএডিসির কাছ থেকে ব্রি-২৮ জাতের বীজ নিয়ে তার দুই বিঘা জমিতে চাষ করেছিলেন। ধান গাছ ভালোই হয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ ধানের শীষে ব্লাস্ট ভাইরাসে জমির ৫০ ভাগ ধান নষ্ট হয়ে গেছে। যেখানে এই জমি থেকে প্রায় ৪০ মণ ধান পাওয়ার কথা সেখানে ২০ মণও হবেনা। জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক স্বপন কুমার খাঁ জানান, কোনো ফসলের বীজ দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে যায়। তাই কৃষি বিভাগ থেকে ব্রি-২৮ জাতের ধান চাষ না করার জন্য চাষিদের নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। তারপরও কৃষকরা চাষ করায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

যুগান্তর
THE DAILY JUGANTOR

তারিখঃ ২০/০৪/২০২১ (পৃঃ ১৫)

ব্রি উদ্ভাবিত নতুন জাত বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে : সিনিয়র সচিব

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মেসবাহুল ইসলাম বলেছেন, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্ভাবিত নতুন অভিঘাত সহনশীল ও উচ্চ ফলনশীল জাত দেশের খাদ্য নিরাপত্তাকে টেকসই করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে খাদ্য উৎপাদনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে। ব্রি উদ্ভাবিত উচ্চ তাপ সহনশীল ধানের প্রস্তাবিত জাত এবং বাসমতি টাইপ ধান, হাইব্রিড ধানের গবেষণা ও বিভিন্ন পুষ্টিগুণ সম্পন্ন জাতের প্লটগুলো পরিদর্শন শেষে ব্রি প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স মিলনায়তনে সোমবার এক মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ব্রির মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ওয়াহেদা আক্তার, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আসাদুল্লাহ, কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. নাজিরুল ইসলাম, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির মহাপরিচালক ড. মো. আখতারুজ্জামান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

ব্রির বীজতলা পরিদর্শনে কৃষিমন্ত্রী

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক ১৮ এপ্রিল গাজীপুরের নীলেরপাড়ায় প্রফেসর ডা. সানোয়ার হোসেনের খামার পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি মেটালের এফএম ওয়ার্ল্ড কম্বাইন হারভেস্টারের মাধ্যমে ব্রি ধান-৫০ (বাংলামতি বীজ) ধান কর্তন ও নীলেরপাড়া বিলের জলাবদ্ধতা নিরসনে বিএডিসির ভূগর্বস্থ পাইপলাইন কার্যক্রম এবং ব্রির বীজতলা পরিদর্শন করেন। এ সময় বিএডিসির চেয়ারম্যান ড. অমিতাভ সরকার, ব্রির ডিজি ড. শাহজাহান কবীরসহ মেটাল ও বিএডিসি ও ব্রির উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।